দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...10 OCT 1987 ...
পৃষ্ঠা... ... 5 কলাম 3 ...

156

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার সংকট

ইদানীং একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়— "দিন দিন আমাদের শিক্ষার মান নীচে নেমে যাচ্ছে।" সর্বাংশে সত্য না হলেও এর সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কেন এই অধোগতি? কারণ হিসেবে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু অন্যতম কারণটি হলো— ভাল ছাত্ররা সহজে কেউ শিক্ষক হতে চায় না। আর শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব তো রয়েছেই।

কেন কেউ সহজে শিক্ষক হতে চায় না? কেন শিক্ষক হয়েও পেশার প্রতি আন্তরিকতার অভাব? দুটোর কারণ একটাই। শিক্ষকতায় আর্থিক স্বচ্ছলতায় স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না সামাজিক মর্যাদার গ্যারান্টি।

কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য— অনেক শিক্ষক আছেন যারা কোন চাকরি বা ব্যবসায়ের সুবিধা করতে না পেরে শিক্ষকতায় এসেছেন, আবার এমনও কেউ কেউ আছেন যারা অন্য চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন চাকরি হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন। ফলে প্রথমোক্ত দলের জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য বলে ভাল শিক্ষা দিতে পারছেন না। কারণ ভাল শিক্ষক হতে হলে ভাল ছাত্র হতে হবে। যদিও সব ভাল ছাত্রই ভাল শিক্ষক হয় না। দ্বিতীয় দলের পেশার প্রতি আন্তরিকতা না থাকায় তাদের দ্বারাও ছাত্র সমাজ উপকৃত হচ্ছে না। এমন একদিন ছিল যখন প্রতিভাবান ব্যক্তিরা শিক্ষকতাকে বেছে নিতেন সমাজসেবার মাধ্যম হিসেবে। অবশ্য এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা শিক্ষকতাকেই বেছে নিয়েছেন জীবনের ব্রত হিসেবে। তাঁরা ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রতিভার এই সংকট এতে সবচে' বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র সমাজ— আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর। যারা আগামী দিন জাতিকে নেতৃত্ব দিবে তাদের মেরুদণ্ডে অংকুরে ধরেছে ঘুণে। তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। এ জন্য এ সংকট নিরসনকল্পে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আমি কয়েকটি প্রস্তাব করছি।

১। সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতন এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তারা এর দ্বারা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী জীবন ধারণ করতে পারেন। কারণ যে পেশা স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না তার প্রতি কখনও আন্তরিক হওয়া যায় না।

২। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও স্থানীয় সরকারের যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদে শিক্ষক প্রতিনিধি নিতে হবে।

৩। শিক্ষকদেরকে শিক্ষা ভাতা দিতে হবে।

৪। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার লক্ষ্যে বিএড/এমএড কোর্স বাদেও তাদের জন্য সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। অবসরকালীন সময়ে তাঁদের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে উচু স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে।

এ প্রস্তাবগুলো মূলতঃ বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের জন্যই অধিক প্রযোজ্য। অবশ্য এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণও অনেক লাভবান হবেন। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার সংকট যা নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছে তার অবসান হবে বলে আশা করা যায়।

—মোঃ খালেদ হোসেন খাঁ